ফেডারেশন বার্তা

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Bulletin of All India Federation of Bengali Buddhists)

বর্ষ ১০, সংখ্যা ৩৮ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং মে-২০১৯/২৫৬৩—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

নিন্দা করার ভাষা নেই

এন.টি.জে (ন্যাশনাল তৌহিদ জামাথ) হল শ্রীলঙ্কার একটি স্বল্প পরিচিত ইসলামিক গ্রুপের নাম। কয়েক মাস আগেও স্থানীয় কয়েকটি বুদ্ধমূর্তিতে কালি মাখানো ছাড়া আর বিশেষ কিছু কীর্তি এই দলটি সম্পন্ন করেছে বলে জানা ছিল না। গত ২১শে এপ্রিল ইস্টার সানডের দিনে এদের নয়জন সদস্য দেশের কয়েকটি চার্চে ও হোটেলে ঢুকে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ৩৫০ জনের মতো মানুষকে হত্যা করে। এশিয়া উপ-মহাদেশ অঞ্চলে এটি সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম প্রাণঘাতী হামলা। পরে ইসলামিক স্টেট এই ভয়ানকতম জঙ্গী হামলার ঘটনার দায় স্বীকার করেছে। তাদের দাবি সিরিয়ায় আই.এস-এর হাত থেকে সর্বশেষ ঘাঁটি বাঘুজ দখল করে নেওয়ার প্রতিশোধ হিসেবে এই হামলা। শত্রুদের বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধতে জঙ্গিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে আই.এস-এর নেতা বাগদাদি। মার্কিন সংবাদ সংস্থা এপি'র প্রতিবেদন এরকমই। শ্রীলঙ্কা বিস্ফোরণের এই ঘটনায় সমগ্র বিশ্ব দুঃখ প্রকাশ করেছে। এই জঘন্য কাণ্ডের নিন্দা করা হয়েছে। মন্দিরে মন্দিরে শান্তি প্রার্থনার আয়োজন হয়েছে। মোমবাতি জ্বালিয়ে মৃতদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। কলকাতার মহাবোধি সোসাইটির সদস্যরাও অনুরূপ ভাবে শান্তি প্রার্থনার আয়োজন করেছিল।

২৫৬৩তম বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে
সকলকে জানাই
আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

শ্রীলঙ্কা বিস্ফোরণের এই ঘটনা শুধু শ্রীলঙ্কাবাসীদেরই নয়, বিশ্বের সমস্ত মানুষদেরই হতবাক করে দিয়েছে। শ্রীলঙ্কার এথনিক জনজাতিদের নিয়ে কিছু সমস্যা ছিল। কিছু গোলমালও যে সেদেশে হয়নি এমনও নয়। তবে সে দেশে বসবাসকারী খ্রিস্টান ও মুসলিমরা খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবে বাস করত। সেই কারণে চার্চের উপর এই জাতীয় হামলা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

জঙ্গীরা শান্ত স্বভাবের কোন জনজাতি নয়। তাদের মনে কোন ক্ষোভ দানা বাঁধলে তার নিরসনে তারা সচেষ্ট হয়। প্রতিকারের একটা রাস্তা হল আঘাত করা। সে আঘাত কেমন হবে তা নির্ভর করে সেই জঙ্গীর মানসিকতার উপর। কেউ সরকারী সম্পত্তির উপর আঘাত হানে। কেউ সরকারী কর্মীদের উপর আঘাত হানে, কেউবা ধর্মীয় জনজাতির উপর আঘাত হানে। আমরা নক্সালপন্থীদের দেখেছি জোতদার শ্রেণীর উপর আঘাত হানতে, দেখেছি পুলিশের উপর আঘাত হানতে। তাদের রাজনৈতিক গুরুরা তাদের সেইরকম

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

শতবর্ষের আলোকে প্রজ্ঞাজ্যোতি

বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা তথা সংঘরাজ পণ্ডিত ধর্মধার মহাস্থবিরের অন্যতম সুযোগ্য উত্তরসূরী, বিদর্শনাচার্য সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের শততম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল ১৩ এপ্রিল ২০১৯, ২৫৬২ বুদ্ধাব্দ শনিবার, মৌলালি যুবকেন্দ্রের প্রেক্ষাগৃহে। সারাদিনব্যাপী দীর্ঘ অনুষ্ঠানটির সূচনা হয় ছোট ছোট শ্রমণদের মঙ্গলাচরণ-এর মাধ্যমে। এরপর সেতারে গুরুপ্রণাম জানান সৌমেন ভট্টাচার্য্য। তাঁর মনোমুগ্ধ সুরে সেতারে বেজে ওঠে 'বুদ্ধং সরণংং গচ্ছামি, ধর্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি।' পঞ্চশীল গ্রহণ ও সংঘদানের মাধ্যমে এরপর অনুষ্ঠানটি অগ্রসর হয় মূল পর্যায়ের দিকে।

উদ্বোধনী সঙ্গীত ও প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মাধ্যমে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সভায় উপস্থিত সকল দর্শকদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের বর্ণময় কর্মবহুল সাংঘিক জীবন। এই পুণ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার চতুর্থ সংঘরাজ ভদন্ত ড. সত্যপল মহাস্থবির, বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার উপসংঘরাজ ভদন্ত ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. জ্ঞানরত্ন থেরো, মহাবোধি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ পি. শিবলী থেরো, বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ বোধিপাল ভিক্ষু, শ্রীমৎ দিকপাল ভিক্ষু, উপাচার্য অধ্যাপিকা ড. সোমা ব্যানার্জী প্রমুখ সম্মানীয় দেশ-বিদেশের ভিক্ষু-ভিক্ষুনী শ্রমণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বগণ। ভদন্ত ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির তাঁর তথ্যপূর্ণ ভাষণে শীলপালনের গুরুত্বের কথা ব্যক্ত করেন। সত্তরের অধিক ভিক্ষু শ্রমণ এবং প্রায় চার শতকের অধিক বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ মানুষের সমাগম অনুষ্ঠানটিকে অন্যমাত্রা এনে দিয়েছিল। অনুষ্ঠানটির বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান, তিব্বত ও জাপানের ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের উপস্থিতি। এই সকল দেশের ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ তাঁদের নিজস্ব উচ্চারণ শৈলীর মাধ্যমে মঞ্চস্থ করেন বুদ্ধবন্দনা, যা অনুষ্ঠানটির উৎকর্ষতা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে 'শতবর্ষের আলোকে প্রজ্ঞাজ্যোতি' নামক একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি পর্যায়ে একটি শ্রুতিনাটক এবং একটি নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানের মূল আয়োজন ছিল সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির শতবর্ষ

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

ভাবে পরিচালিত করত। আর ক্যাডাররা ভাবত সেই কাজটা একটা মহান কাজ, তাতে কোন অপরাধ হয় না। কাশ্মীরে দেখেছি জঙ্গীরা আঘাত হানছে প্রশাসনকে বিব্রত করতে, তাকে চাপে ফেলে সেই রাজ্যের স্বাধীনতা অর্জন করার চেষ্টা করতে। দার্জিলিংয়ের গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন ছিল সেইরকম একটা আন্দোলন, কামতাপুরী আন্দোলনও ছিল তেমনই একটা আন্দোলন। এই জঙ্গীগোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের স্বল্প বুদ্ধি দিয়ে প্রতিকারের রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে এই ধ্বংসাত্মক খেলায় মেতে উঠত। এর সাহায্যে যে কোন লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়না সেই কথাটা তারা উপলব্ধি করতে পারতো না। না বোঝার কারণ যে তারা অশিক্ষিত ছিল তেমন নয়। বুদ্ধিমান, মেধাবী, উচ্চশিক্ষিত ছেলে মেয়েরা এই জঙ্গী কাজে লিপ্ত হয়ে পরত। কারণ তারা শিক্ষিত হলেও তাদের মধ্যে প্রজ্ঞা ছিল না। প্রজ্ঞা হল সেই জ্ঞান যা একজন মানুষের মধ্যে মনুষত্ববোধকে জাগিয়ে তোলে। জঙ্গীগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে যার খুব অভাব দেখা যায়।

জঙ্গীদের মধ্যে যে আত্মঘাতী দল তৈরি হচ্ছে, সেই দলের মানুষদের উপর জঙ্গীগোষ্ঠীর নেতাদের এমন প্রভাব যে তাদের কথায় তারা প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। অগ্র-পশ্চাত বিবেচনা না করে কাজে ঝাঁপিয়ে পরতে পারে। নেতার বাক্য তাদের কাছে অভ্রান্ত। আবেগপ্রবণ, আদর্শবাদী, একটু কম বুদ্ধির মানুষেরা রাজনৈতিক নেতাদের কাছে অতি মূল্যবান, বিশ্বস্ত সৈনিকের মতন। নকশাল আমলেও আমরা তেমনটাই দেখেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে দলে দলে রাজনীতির প্রাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একটা উন্নত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট তারা হয় পুড়িয়ে ফেলেছিল নয়তো জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তারা মনে করতো বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার ফসল ঐ সার্টিফিকেটগুলো ছিল মূল্যহীন। তাদের নেতাদের কথা কতটা যুক্তিপূর্ণ, কতটা বাস্তবানুগ, আদৌ তা সম্ভব কিনা সেসব তলিয়ে ভাবার মতন প্রজ্ঞা তাদের ছিল না। তাই ইতিহাসের চাকায় তারা পিষ্ট হয়েছে। যেমনভাবে এখন পিষ্ট হচ্ছে জঙ্গী গোষ্ঠীগুলির আত্মঘাতী বাহিনীরা।

আত্মবলিদান আসলে বৃথা যাচ্ছে। সিরিয়ার ঘটনার প্রতিবাদে শ্রীলঙ্কায় এইরকম নীরিহ মানুষ হত্যায় কার কতটা লাভ হচ্ছে? নেতৃবৃন্দ মেতেছে এক রাজনীতি খেলায়। এইসব আবেগপ্রবণ মানুষদের তারা ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা এক মহৎ কাজে আত্মবলিদান দিচ্ছেন এই তৃপ্তি নিয়ে চলে যাচ্ছেন।

এখন মানুষের মধ্যে প্রজ্ঞার অভাব বেশ প্রকট। যার কারণে মানুষ নিজে নিজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনা। যে কারণে তাকে গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে ছুটতে হয়। এইসব গুরুর দল তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে শিষ্যের কানে গুহ্য মন্ত্র শুনিয়ে থাকে। যে কারণে কোন বিশ্বাস ভাজন গুরুজন অথবা কোন ভরসার রাজনৈতিক নেতার দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করে মানুষ তার নিজস্ব মতামত তৈরি করে।

এখন সময় এসেছে শিক্ষার সাথে সাথে ছাত্রদের মধ্যে প্রজ্ঞার উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা করার। একটা যুক্তিশীল বৈজ্ঞানিক মন গঠন করার। পুস্তক অথবা খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে যা লেখা রয়েছে তা সবই অভ্রান্ত কিনা সেই সত্য অনুধাবন করার চেষ্টা করার। নেতা নেতৃরা তাদের বক্তৃতায় যা যা বলছে তার সত্যতা যাচাই করার। সমগ্র মানুষ জাতিকে একটি জাতি হিসেবে ভাবার চেষ্টা করার। ধর্মীয় গণ্ডীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভাজিত করে পরস্পরের প্রতি ঝগড়া বিবাদে সময় নষ্ট না করার।

এর চেয়ে অনেক বড় বিপদ আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। আমরা আমাদের অজ্ঞতা জনিত কারণে পৃথিবীকে একটা বিষময় স্থান পরিণত করে ফেলছি। নদীর জল দূষিত করছি। পর্বত চূড়ায় আবর্জনার স্তূপ ফেলে আসছি। বৃক্ষ ছেদন করে প্রাকৃতিক ভারসাম্যে তারতম্য ঘটিয়ে ফেলছি। নিজের প্রিয় সন্তান সন্ততি ও উত্তরসূরীদের জন্য একটি বিষময় পৃথিবী রেখে যাচ্ছি। এ নিয়ে কি আমাদের ভাবা উচিত নয়? আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন আধুনিক সমাজে স্পেশাল চাইল্ড-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে হাঁপানি রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানসিক রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ মানুষকে নিয়মিত ঘুমের ওষুধ সেবন করতে হচ্ছে। এই বিষয়ে নজর দেওয়া কী আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়?

কিছু সচেতন মানুষ নদী নিয়ে চিন্তা করছে। চিন্তা করছে গঙ্গা দুষণ নিয়ে। কিছু মানুষ চিন্তা করছে উষ্ণায়ন নিয়ে। কিছু মানুষ চিন্তা করছে হিমালয়ের দুষণ নিয়ে। দলে দলে মানুষ এক্সপিডিশনে যাচ্ছে আর ফেলে আসছে তাদের বর্জ্য পদার্থ। সেখানে কোন মিউনিসিপ্যালিটি নেই যারা সেইসব পরিষ্কার করবে। একটি বিষম পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষ এই সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করছে। চিন্তা করছে বৃক্ষছেদন নিয়ে। চিন্তা করছে কেদারের ধ্বংস হওয়া দেখে। আয়লা, ফনী প্রভৃতি প্রকৃতিক দুর্যোগ দেখে। এরসঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে জঙ্গী হামলা, যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক মিথ্যাচার। মানুষ কোন দিকে যাবে?

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের উদ্যোগে ৩রা ফেব্রুয়ারি, ২৯১৯ (রবিবার) কলকাতার পটারী রোডস্থ 'ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন'-এ বৌদ্ধ অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। দীর্ঘসময় ব্যাপী পরিচালিত এই সম্মেলনটিকে (সকাল ৯.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৫.৩০টা পর্যন্ত) সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য তিনটি অধিবেশনের মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। প্রথম পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটে 'আনাপান ভাবনা'-এর (সকাল ৯.৩০-১০.৩০টা) মাধ্যমে। ভদন্ত শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবিরের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় এই ধ্যান শিবিরটি। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয় বস্তুছিল 'ভারতীয় সংবিধানের প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা।' আলোচ্য বিষয়টির সময়কাল নির্ধারিত হয় সকাল ১০.৩০ থেকে ১.৩০টা পর্যন্ত। শুরুতে সভাপতি ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয় বিষটির উপর মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটির প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের পূর্বতন ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী কল্যাণ চৌধুরী। এছাড়াও আলোচ্য বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখেন গড়িয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী আশীষ বড়ুয়া, ভদন্ত শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির প্রমুখ। সঞ্চালক শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়ার উপস্থাপন সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

'বাঙালি বৌদ্ধ মহিলা ফোরাম'-এর উদ্যোগে তৃতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। এই পর্যায়ে আলোচ্য বিষয় ছিল 'সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বৌদ্ধ যুগের বৌদ্ধ নারী।' সময়কাল নির্ধারিত ছিল দুপুর ২.৩০ থেকে ৫.৩০টা পর্যন্ত। মহিলা ফোরামের সদস্যা শ্রীমতি মমতা বড়ুয়া বুদ্ধবন্ধনার মাধ্যম অনুষ্ঠানটির সূচনা করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন বন্দনা শীল ভট্টাচার্য্য, অতিথি বক্তা অপর্ণা বড়ুয়া, বিশেষ বক্তা সীমা বড়ুয়া, মহিলা ফোরামের সভানেত্রী শ্রমিতী সুষমা বড়ুয়া আলোচ্য বিষয়টির উপর তাদের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মহিলা ফোরামের মুখপত্র "আত্মমুকুর"-এর ৫ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় মেরী বড়ুয়ার মনোমুগ্ধকর সুরেলা সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। সম্মেলনটি দর্শক ও শ্রোতাদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন ফোরামের সম্পাদিকা কাজরী বড়ুয়া।

বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

বিগত ৯-১৪ই এপ্রিল ২০১৯ মধ্যকলকাতাস্থ 'বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রের' প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম সংগঠিত হয়। ৯ই এপ্রিল সন্ধ্যায় ১৫ জন যুবক শ্রামন্য ধর্মে দীক্ষিত হন কেন্দ্রের প্রার্থনা কক্ষে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে। অতঃপর আকড়ার 'বোধিপল্লব' সংস্থা পরিবেশন করেন বুদ্ধকীর্তন। পরের দিন অর্থাৎ ১০ই এপ্রিল সকালে কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের জন্মদিবসে স্মরণসভা তথা প্রতিষ্ঠা লগ্নকে স্মরণীয় করতে অনুষ্ঠিত হয়—ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে সংঘদানসভা। পরবর্তীতে কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবিরের তত্ত্বাবদনে নবপ্রবজ্যিত শ্রমনদের ধর্মশিক্ষা দান এবং আনাপান ভাবনা অনুশীলিত হয়। ১৩ই এপ্রিল সকালে ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষুমহাসভার প্রথম সংঘরাজ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়, 'ধর্মধার শতবার্ষিকী ভবনের' সভাকক্ষে। মূর্তির উন্মোচন করেন 'বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার' উপসংঘরাজ ভদন্ত শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির। উক্তদিনে দুপুরে মৌলালি যুবকেন্দ্রে বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। ১৪ই এপ্রিল সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত কেন্দ্রের প্রার্থনা কক্ষে একটি আনাপান ধ্যান শিবির আয়োজিত হয়। শিবিরে ৩০ জন ধ্যানার্থী অংশগ্রহণ করেন এবং পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অধ্যক্ষ শ্রীমৎবুদ্ধরিক্ষত মহাস্থবির।

বিদর্শন ভাবনা শিবির

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদর্শন আচার্য সত্যানারায়ণ গোয়েঙ্কাজির অনুমোদিত সোদপুরের 'ধর্মগঙ্গায়' আগামী তিনমাসের দীর্ঘ এবং স্বল্প মেয়াদি ধ্যান শিবিরে সময় সারণী নিম্নরূপ—

দশদিনের ধ্যান শিবির—

২৪ এপ্রিল—৫ই মে, ২০১৯
৮—১৯শে মে, ২০১৯
২২ মে — ২রা জুন, ২০১৯
৩—১৪ই জুলাই, ২০১৯
২৪শে জুলাই—৪ঠা অগাস্ট, ২০১৯

সতি পাঠ্ঠান—

৭—১৫ই অগাস্ট, ২০১৯

তিনদিনের ধ্যান শিবির—

১৭—২০শে জুলাই, ২০১৯
১৬—১৯শে অগাস্ট, ২০১৯

এক দিনের ধ্যান শিবির—

৩০শে জুন, ২০১৯
১৪ই জুলাই, ২০১৯
২১শে জুলাই, ২০১৯
৪ঠা অগাস্ট, ২০১৯

শিশু ধ্যান শিবির—

৫—১৩ই জুন, ২০১৯
৩০শে জুন, ২০১৯
১৪ই জুলাই, ২০১৯
৪ঠা অগাস্ট, ২০১৯

গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থ :	বাংলায় সদ্ধর্মের পুনরুত্থান Revial of Buddhism in Bengal
সম্পাদক :	ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া
প্রকাশকাল :	২০১৮ (১ম সংস্করণ)
প্রকাশক :	নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন
পৃষ্ঠা সংখ্যা :	২৩২
মূল্য :	৩০০ টাকা

'বাংলায় সদ্ধর্মের পুনরুত্থান' নামক গ্রন্থটি একটি দ্বিভাষিক প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে বারটি বাংলা এবং চারটি ইংরাজী প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে মৌলিক রচনা তেরটি এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পূর্ব প্রকাশিত রচনার সংখ্যা তিনটি। লেখক/লেখিকার প্রতিটি রচনাই কৃতিত্বের দাবী রাখে। গ্রন্থটি সংকলনের পিছনে একটি ইতিহাস আছে। 'বাংলায় থেরবাদ বুদ্ধচর্চার সার্ধশতবর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন' ২০১৫ সালে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিল। উক্ত সভায় ভারত এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট বৌদ্ধ গবেষকরা তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে সংগঠনের সদস্যদের সিদ্ধান্তে স্থির হয় যে, আলোচিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক প্রকাশ করা হবে। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ সংকলিত হয়। প্রকাশক ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া মহাশয় পুস্তকটি প্রকাশনার মাধ্যমে দুটি উদ্দেশ্য পূরণের কথা বলেন। যথা—বাংলায় থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের সার্ধশতবর্ষ স্মরণ এবং সেই নবজাগরণের প্রধান সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্ব আচার্য সারমেধ মহাস্থবিরের পুণ্যস্মৃতিরক্ষা করা। অন্যদিকে গ্রন্থটির সম্পাদক ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয় গ্রন্থটি প্রকাশের অন্য একটি উদ্দেশ্যের কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য সদ্ধর্মের পুনরুত্থানের সার্ধশত বৎসর পূর্তি এবং বর্তমান প্রজন্মের কাছে সদ্ধর্মের অতীত ইতিহাস তুলে ধরার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস করা হয়েছে এই গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে। গ্রন্থটির বিভিন্ন লেখায় ফুটে উঠেছে আচার্য সারমেধ কিভাবে ভিক্ষুত্ব হারিয়ে যাওয়া রাউলী পুরোহিতদের থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে পুনরায় দীক্ষিত করেন, কিভাবে বুদ্ধধর্মের অন্ধকারময় যুগের অবসানে আলোররেখা ফুটে ওঠে।

প্রকৃতপক্ষে, গ্রন্থটির মাধ্যমে অতীতের সঙ্গে বর্তমান ধারার একটি মেলবন্ধন করা হয়েছে। এককথায় বলা যায়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্যরাজি সংগ্রহ করে নব ইতিহাস নির্মাণের এক সোপান তৈরি করে দেওয়া হল উৎসাহী ও আগ্রহী পাঠকের কাছে এই গ্রন্থ প্রকাশনার মাধ্যমে।

শতবর্ষের আলোকে প্রজ্ঞাজ্যোতি ১ম পাতার পর

অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক ছিল সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির শতবর্ষ উদ্‌যাপন পরিষদ এবং প্রজ্ঞাজ্যোতি কল্যাণ ট্রাস্ট। উদ্যোক্তাদের পক্ষে-যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির এবং শ্রী দীপক চৌধুরী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ভিক্ষু-ভিক্ষুনী, শ্রমণ, দর্শক, শ্রোতা, নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন এবং বাঙালি বৌদ্ধ মহিলা ফোরামের সকল সদস্য-সদস্যাদের ঐকান্তিক ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানটির সুখস্মৃতি সকলের মনে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

বিদায়

শ্রীমৎ দিকপাল মহাস্থবির

নদীর স্রোত যেমন বেগে ধায়,
এই জীবন ও সেইভাবে চলে যায়।
নানা অভিজ্ঞতার মাঝে কেটে গেল ৭২,
হাতছানি দিয়ে মোরে ডাকে ৭৩।
কৃতজ্ঞচিত্তে নমি ত্রিরত্ন সমীপে,
যাহা কিছু দিতে পেরেছি ক্ষুদ্র শক্তিতে।
ধন্য মোর জন্মভূমি মাতা-পিতা গুণি সর্বজন,
প্রমাদের যদি হয়ে যায় ভুল, অধমেরে ক্ষমো সর্বক্ষণ।
যাহা কিছু হয়েছে হোক আর নাহি চাই,
সময় হয়েছে এখন লইতে বিদায়।

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act-এর আওতাভুক্ত(জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা ক(ক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং র(ণাবে(ণের দায়িত্ব দেওয়া হউক “Archaeological Survey of India”কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও ‘মঘ’ উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের ‘‘Buddha Gaya Temple Management Act”—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং মহাবোধি মহাবিহার বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, এবং Management Committe-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধ জনজাতিদের শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রত্রি(য়া ত্বরান্বিত করা হউক।

(চ) ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গু(ত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালী বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

স্থান ঃ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১সি, পণ্ডিত্ ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড), কোল-১৫

বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ব্লক-টি, ফ্ল্যাট-১, ৪০/১, ট্যাংরা হাউসিং স্টেট, কোলকাতা-১৫

পাত্র চাই/পাত্রী চাই

১। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, সরকারি কলেজের Office Administration, কর্মরতা। বয়স- ২৬, শিক্ষা : B.Tech; উচ্চতা- $5'2\frac{1}{2}''$, যোগাযোগ : 9830470952

২। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা-   , যোগাযোগ : 9836548282।

৩। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা-   , সঙ্গীতে পারদর্শী। যোগাযোগ : 8420340686।

৪। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩১, উচ্চতা-   ইঞ্চি। রং ফর্সা, যোগাযোগ : 9433806800, 8981682114।

৫। **পাত্র :** Class X, বেসরকারী সংস্থায় চাকুরে, উচ্চতা-   , বয়স-২৯, যোগাযোগ : 8420610907 / 7980185194.

৬। **পাত্রী :** বয়স ২২, উচ্চতা-   , যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। যোগাযোগ : 9800678720।

৭। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-২৪, উচ্চতা- ফর্সা। যোগাযোগ : 9433797013 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

৮। **পাত্র :** BA পাশ। বেলুড় (হাওড়া) নিবাসী। উচ্চতা-   , পেশা : ব্যবসা, যোগাযোগ : 9674749102, 8420340586।

৯। **পাত্রী :** বিবেকনগর (শ্যামনগর) নিবাসী, সুশ্রী, বয়স-২১, বি.এ. (জেনারেল) পাশ। সুপাত্র চাই। যোগাযোগ : 8336904334।

১০। **পাত্র :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা-   , যোগাযোগ : 9674600827।

১১। **পাত্রী :** B.Tech, Officer Bank of Baroda, Height :   , 28 yrs, Sodepur, 24 pgs (N), যোগাযোগ : 9231530113, 8981060950

১২। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.Tech (IT), বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত। বয়স-২৭, উচ্চতা-   , যোগাযোগ : 8420629663।

১৩। **পাত্রী :** টালিগঞ্জ নিবাসী, B.A. পাঠরতা। বয়স-২৩। যোগাযোগ : 9831598071 / 8272917387।

১৪। **পাত্র :** নিবাস ময়নাগড় (New Park), কলিকাতা-১৪১, বয়স-৩০, সুশ্রী, উচ্চতা-   , M.Com., সরকারী চাকুরী। যোগাযোগ : 7890991230

১৫। **পাত্রী :** চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইভার, বয়স ২৭+ উচ্চতা-   । যোগাযোগ : 9432437856

১৬। **পাত্রী :** কৃষ্ণনগর, নদীয়া নিবাসী, অধ্যাপক, সরকারী, পলিটেকনিক কলেজে, বয়স-৩৫, উচ্চতা-   । যোগাযোগ : ফেডারেশনের অফিস।

১৭। **পাত্রী :** বেহালা নিবাসী, M.Com., পাশ, বয়স-৩২ বৎসর, পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের অফিসার। উচ্চতা-   । যোগাযোগ : 7278430657

১৮। **পাত্র :** বয়স-৩৪, উচ্চতা-   , রাজ্য পুলিশে কর্মরত, উচ্চমাধ্যমিক পাশ। নিবাস : দত্তপুপকুর, ২৪ পরগণা (উত্তর), যোগাযোগ : 9748255015

১৯। **পাত্রী :** MA (Geog), Hooghly, উচ্চতা-   , 26 yrs, যোগাযোগ : 9831878247

২০। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ। কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা-   , যোগাযোগ : 8334870803

২১। **পাত্রী :** বয়স ২৯, উচ্চতা   , শিক্ষা-M.Com.; Dip. in Buddhist Studies (Tokyo Japan), বর্তমানে Bangalore-এ MNC-তে কর্মরত। যোগাযোগ : 9231439779।

২২। **পাত্র :** বয়স-৩০, উচ্চতা-5'11", শিক্ষা- BBA (বেসরকারি সংস্থায় Asst. Manager), যোগাযোগ : 8981713184/8902863472।

২৩। **পাত্রী :** MA (Eng.) Burdwan, উচ্চতা-   , বয়স 25 yrs, যোগাযোগ : 7557878231, 9641788621

২৪। **পাত্রী :** MA, B.Ed, Siliguri, বয়স 30 years, যোগাযোগ : 947558546

২৫। **পাত্রী :** B.Sc, উচ্চতা-   , বয়স 27 yrs, Ichapur, যোগাযোগ : 9433242569

২৬। **পাত্রী :** B.Sc,   , বয়স 25 yrs. Entally, যোগাযোগ : 9748908551, 9846425320

২৭। **পাত্র :** বয়স-৩০, উচ্চতা-   , শিক্ষা- B.Tech (JNTU, Hyderabad), বর্তমানে আমেরিকায় MBA পাঠরত। যোগাযোগ : 9000666084 / 9163934609।

The Art of Mindfulness

Jagdeep S More

[Courtesy : Millenium Post]

"India must pursue mindfulness in its education system since besides enhancing skills in students, it also aids in reducing their stress."

The recent news from the UK has buzzed up the entire education sector. Till now, students were learning conventional subjects like mathematics, science, history and language but hundreds of schools in the island country are planning to expand their age-old curriculum boundaries by introducing new subject called mindfulness. The British Government said that at least 370 English school students will start practising the art of mindfulness as art of their study to improve their mental health.

The government news release announces that "the students will work with mental health experts to learn relaxation techniques, breathing exercises and other methods to help them regulate their emotions". In the world of rapid change; these programmes will work best for the students. Damian hinds, the British education secretary said, "As a society, we are very much open about our mental health than ever before, but the modern world has brought new pressures for children". He farther added that the introduction of this programme in British schools will be one of the largest programmes of its kind in the world. Here, the children will start to be introduced gradually to issues around mental health, well-being and happiness right from primary school.

Renowned psychologist and child pedagogy expert Vikas Attry hails this as a welcoming move. He describes mindfulness as the basic human ability to be fully present, aware of where we are and what we are doing, and not overly reactive or overwhelmed by what is going on around us. He said, although the western world traces the origin of mindfulness practices from Buddhist literature and Zen philosophy, It can further be traced from the ancient Indian texts like Vedas. Attry believes that mindfulness is natural but it can still be taught and cultivated amongst young children through proven techniques likes meditation and dhyana.

Yoga and sports play a pivotal role in inculcating mindfulness. Short pauses in everything we do strengthens it. When we are mindful, we reduce stress, enhance performance, gain insight and awareness through observing our own mind and increase our attention span. We also focus on the wellbeing of others. This is exactly what the philosophy of "Vasudhaiva Kutumbakam" teaches us.

The UK's National Health Service survey found that one in eight children in England between the ages of 5 to 19 suffered from at least one mental disorder. The survey, which was published in November, also indicated an increase in mental disorders in 5 to 15-year-old kids. Disorders like anxiety and depression were the most common, affecting one in 12 children and early adolescents, and appeared more often in girls. Imran Hussain, director of policy and campaigns for Action for Children calls it a "Children's Mental Health Crisis." While the formal implementation of mindfulness programmes in schools can be traced from the US, they were restricted to certain institutions only. The recent implementation by the UK government will prove a milestone for the world education system and will provide the much-needed impetus to the programme worldwide.

The applications of mindfulness in schools are aimed at calming and relaxation of students as well as for educators to build compassion and empathy for others. An additional benefit to mind-fulness in education is to reduce anxiety and stress in students. Within educational systems, the application of mindfulness practices shows an improvement of pupils' attention and focus, emotional regulation, criticalthinking, creative thinking and problem-solving skills.

The best part of it is that it is not something which is coming from the outside world or something which needs experts to teach. Mindfulness is from within. It is related to everything we do and practice. One does not need to change in order to learn the art of mindfulness, rather it shapes the best of us. Collective mindfulness has the potential to transform society. It can bring in the much needed positive change the society aspires for today. Mindfulness is for every and anybody can practice it. It requires universal human qualities rather than religious orientations. Mindfulness is a way of living and sparks innovation.

India also needs a constructive change like this in our education system. The best part is, mindfulness practices are fully aligned to our 'Sanatana Dharma'. It is just to know its high worth and spread positivity amongst our kids.

লাদাখকে পৃথক প্রশাসনিক দায়িত্ব

শ্রীনগর ৮ ফেব্রুয়ারি, লোকসভা নির্বাচনের আগে বৌদ্ধ প্রধান অঞ্চল লাদাখকে পৃথক প্রশাসনিক অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হল জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসনের পক্ষ থেকে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, লাদাখের পৃথক প্রশাসন গঠন করার জন্য ওই অঞ্চলের বৌদ্ধরা দীর্ঘ দিন ধরে দাবি করে আসছে। জম্মু ও কাশ্মীরে প্রশাসনের তরফে লাদাখের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে পৃথিবীর উচ্চতম শহরকে রাজ্যের তৃতীয় প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। লাদাখ প্রশাসনের আওতায় থাকবে লেহ এবং কার্গিল জেলা দুইটি। নতুন প্রশাসনের জন্য ডিভিশনাল কমিশনার ও ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ পদেরও অনুমোদন করা হয়েছে। লাদাখ বর্তমানে কাশ্মীর ডিভিশনের আওতাভুক্ত রয়েছে। লেহ ও কার্গিল অটোনমাস হিল কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে লাদাকের পরিচালনা করা হয়।

গত বছরে ডিসেম্বর মাসে হিল কাউন্সিলের সদস্যরা পৃথক লাদাখ প্রশাসনের দাবিতে প্রস্তাবনায় স্বাক্ষর করেন। জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ডিভিশন গড়ে তোলার জন্য দাবি ছিল। প্রশাসনের তরফে বলা হয়, লাদাকের জনগণের উন্নয়নের স্বপ্নপুরণ করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারের তরফে আরও বলা হয়েছে এখানকার জনগণের উন্নতির জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও তৈরি করা হবে।

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন আমাদের প্রকাশনা ফাণ্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

রাষ্ট্র সংঘ উদ্‌যাপন করল বুদ্ধজয়ন্তী

রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলের Ha Nam রাজ্যের Tam Chuc Pagoda তে উদ্‌যাপিত হল 16th United Nations Day of Vesak. বিশ্বের ১০০টি দেশের প্রায় ১৬৫০ জন প্রতিনিধি তথা কুড়ি হাজারের বেশী ভিয়েতনামি ভিক্ষু, ভিক্ষুনী উপাসক-উপাসিকা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ১২ই মে ২০১৯, অনুষ্ঠিত বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসবে যোগদান করেন ভিয়েতনাম এবং মায়ানমারের রাষ্ট্রপতি, ভারতের উপরাষ্ট্রপতি, নেপালের প্রধানমন্ত্রী সহ বিশ্বের প্রথমসারির নেতৃত্ব। এবারের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল "Buddhist Approach to Global Leadership and Sharded Responsibilities for Sustainable Societies". উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তা ছিলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রী ভেঙ্কাইয়া নাইডু। ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার চতুর্থ সংঘরাজ অধ্যাপক (ড.) সত্যপাল মহাস্থবির এবং মহাবোধি সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ সীবলী থের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বুদ্ধপূর্ণিমায় বৌদ্ধ বিহারে জঙ্গী হানার আশংকা

সম্প্রতি ভারত সরকারের গৃহমন্ত্রক থেকে এক নির্দেশিকার মাধ্যমে রাজ্য প্রশাসনকে জানানো হয়েছে যে আসন্ন বুদ্ধ পূর্ণিমায় বৌদ্ধ বিহারগুলি জঙ্গি আক্রমনে লক্ষ্য হতে পারে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবিষয়ে রাজ্যকে সতর্ক করে জানিয়েছে যে জামাতুল মোজাহিদিন জঙ্গিরা বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধ বিহারগুলি মহিলাবাহিনীর মাধ্যমে আঘাত হানতে পারে। এই বিষয়ে শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক ট্যাবলয়েডের খবরকে উল্লেখ করা হয়। খবরানুসারে নিরাপত্তারক্ষিদের নজর এড়াতে গর্ভবতী মহিলা সেজে পেটের মধ্যে বিস্ফোরক লুকিয়ে বিহারে প্রবেশের নতুন কৌশল জঙ্গীরা নিয়েছে বলে অনুমান। এ ব্যাতীত "শীঘ্রই আসছি" বলে বাংলায় লেখা একটি পোস্টার কয়েকদিন আগে নিজেদের টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে প্রকাশ করেছিল আই.এস। তাতে প্রশাসনের আতঙ্ক ককেয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য এবং কলকাতা পুলিশ স্থানীয় স্তরে নির্দেশ দিয়েছে নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সুরক্ষা বাড়ানো হচ্ছে প্রতিটি বিহারে। প্রতিটি থানার ও.সি.দের যথাযথ নজরদারি এবং বিহারাগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন পুলিশ পোস্টিং করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় প্রশাসনের তৎপরতায় শান্তি প্রিয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষেরা বুদ্ধ পূর্ণিমায় বিশ্বশান্তি কামনায় যথাযতভাবে প্রার্থনা করতে পারবেন।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhist একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই প্রাপ্ত হবেন। আমাদের প্রত্যাশা অপানাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

নিবেদন— **সদস্য/সদস্যাবৃন্দ**

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

আন্দামানে বাঙালি নির্যাতন ঃ একটি পূর্ব পরিকল্পিত আক্রমণ।।

শ্রী নীতীশ বিশ্বাস

মূল ঘটনা ঃ গত ২১শে এপ্রিল, ২০১৯, দক্ষিণ আন্দামানের ডোলিগঞ্জের শিব কলোনী অঞ্চলে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ স্থানীয় বাঙালি কন্ট্রাকটর জগন্নাথ ও একজন বৃদ্ধশ্রমিক কাজে যাচ্ছিলেন। এমন সময় মোটর সাইকেলে দুজন লোকাল যুবক তাদের রাস্তা আটকে একটা ঠিকানা জানতে চায়, শ্রমিকরা বলে তারা জানেন না। তখনই ঐ লোকাল বর'ন সমাজ বিরোধী (আব্দুল্লাহ কুট্টি ও নবীন) এদের আই-কার্ড দেখতে চায়। জগন্নাথ বলেন," তোমরা কার্ড চাইবার কে?" বাঙালিদের এই ঔদ্ধত্য ওদের সহ্য হয় না। ওরা শ্রমিকদের মারতে শুরু করে। ভয়ে শ্রমিকেরা যখন পালাতে চেষ্টা করে তখন বিশাল কাঠের ডান্ডা নিয়ে জগন্নাথের মাথায় ভয়ংকর ভাবে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। বুড়ো লোকটি পড়ে গেলে তাকে বুকে, পেটে লাথি মারতে থাকে।। পরে স্থানীয় মানুষ ঐ আহত দুইজনকে প্রথমে নিকটস্থ গ্যারাচারমা হাসপাতালে নিয়ে যান, সেখানে জগন্নাথের ১৪টা স্টিচ করতে হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় আহতদের জি বি পন্থ মেডিকেল কলেজে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে আজও তারা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

সাম্প্রতিক প্রতিবাদ ঃ এই পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক আক্রমণের বিরুদ্ধে ঘটনার পরদিন (২২ শে এপ্রিল ২০১৯) সুবিচারের দবিতে জয়েন্ট এ্যাকশান কমিটির সভাপতি শ্রী প্রকাশ অধিকারীর নেতৃত্বে এক বিরাট বাঙালি-মিছিল ভাতু বস্তি থেকে বেরিয়ে আইপি এণ্ড টি পার্কিংলট হয়ে জেলা কোর্ট পর্যন্ত যায়। এই মিছিলে দাবি করা হয় আন্দামানের শান্তি বিঘ্নিতকারী সাম্প্রদায়িক ও উগ্র বাঙালি বিদ্বেষী ফ্যাসিস্ত শক্তির আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিতে হবে এবং দ্বীপে স্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

পূর্ব চক্রান্ত ঃ নানা সূত্র থেকে এও আমরা জেনে ছিলাম যে ২০১৮ সালে স্থানীয় বাঙালি সাংসদ (বিজেপি) বিষ্ণুপদ রায়কে সরানোসহ বাঙালির প্রাধান্য ধ্বংস করার চক্রান্ত শুরু হয়। তারজন্য দ্বীপে বাঙালি বিরোধী একটা ঐক্য গড়ার চেষ্টা চলে। যেখানে মূলত লোকাল বরণ (আন্দামানের অরাজনৈতিক কয়েদীদের উত্তরপুরুষ বা প্রি-৪২) গোষ্ঠীর লোকেরা নেতৃত্ব করে। আমরা দেখেছি এইকাজে বিজেপির ও কংগ্রেসের এবারের দুই প্রার্থী যথাক্রমে বিশাল জোলি ও কুলদীপ রায়শর্মা যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন কিছু কিছু অন্যভাষী বাঙালি বিদ্বেষীরাও। তাদের চক্রান্ত ছিলো সুদূর প্রসারী। এবং রাজনৈতিকভাবে ফ্যাসিবাদী মানসিকতার। তারা আন্দামানের ৬৪% বাঙালিকে বিতাড়নের দাবি নিয়ে গত ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ আন্দামান বন্ধের ডাক দেয়। কোথাও তেমন কোন প্রতিবাদ ছাড়াই বন্ধ সফল হয়। এই বন্ধের দিন প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত হন বাঙালি সাংসদ বিষ্ণুপদ রায়। বাঙালিরা প্রথমে ভাবতেই পারেনি, যে চক্রান্ত এতোটা গভীরে যাবে। যাহোক এই আঘাত বাঙালির ঘুম ভাঙতে সাহায্য করে। তারা পরের মাসে দলমত নির্বিশেষে জয়েন্ট এ্যাকশান কমিটি গঠন করে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সেদিন (৭ই অক্টোবর, ১৯) গোটা পোর্টব্লেয়ার শহর স্তব্ধ হয়ে যায়। সে প্রতিবাদের পর আবার বাঙালি যখন ভাত-ঘুমে তখন বাঙালি বিদ্বেষীরা চক্রান্তের জাল দিল্লি পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়। এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে বিজেপির প্রার্থী জলি আর কংগ্রেসের প্রার্থী কুলদীপ। দুজনেই সেই বাঙালি বিদ্বেষের সোনার ফসল। এর পরও বাঙালি যদি কোন যৌথভাবে নির্দল প্রার্থী দিতো তাহলে তিনিই জয়ী হতেন। কিন্তু জানা যায় না কি অজ্ঞাত কারণে সে ঐক্যও হলনা। ফলে শত্রুরা তাদের পরিকল্পিত আক্রমণের সূচণার জন্যে রেজাল্ট বের হবার আগেই (২১/৪/১৯) এই বাঙালি নির্যাতন, বিতাড়ন ও নিধনের ব্লুপ্রিন্টের-পরীক্ষা শুরু করে দিলো।

স্থায়ী চক্রান্ত ঃ তাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে আত্মত্যাগীদের দাগী-অপরাধী করে তুলতে হবে। একটা আসামে তাদের শান্তি-নেই তাই তারা আন্দামানেও বাঙালি বিতাড়ন অথবা ইহুদীদের মতো গণহত্যার বীজ বুনতে শুরু করেছে। আন্দামানের জনসংখ্যার বিচারে অবাঙালিদের ভোটে জেতার কোন পথ নেই, কারণ আন্দামানের ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ১৮২ জন ভোটারের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা কমপক্ষে ১ লক্ষ ৫০ হাজার। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেকই বাঙালি। আর ভোটার প্রায় এক লক্ষ। তাই আজ আন্দামানের বাঙালির এই জন প্রাধান্যকে শেষ করে দেবার জন্য আসামের রাস্তা ধরতে চলেছে বাঙালি বিরোধী শক্তি। এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে যদি আন্দামানের বাঙালি তাদের ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন করে ঐক্যবদ্ধ না হন তাহলে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আর সারা ভারতের বাঙালি যদি না এই ভয়ানক চক্রান্তের মুখোশ খুলে প্রতিবাদ না করে তবে আর রবীন্দ্র-নজরুল-বিবেকানন্দ-সুভাষচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করার কি কোন অধিকার তাদের থাকে? ভেবে দেখবেন।

পদত্যাগ করলেন জাপানের সম্রাট আকিহিতো

জাপানের ২০০ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোন সম্রাট স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছাড়লেন। বিগত ৩০শে এপ্রিল টোকিয়োর 'রুম অব পাইন'-এর শিন্টো ধর্মের প্রথা মেনে রাজ্যপাঠ পরিত্যাগ করলেন এই ৮৫ বৎসরের সম্রাট। তাঁর পাশে ছিলেন স্ত্রী, সম্রাজ্ঞী মিচিকো এবং উপস্থিত ছিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে সহ মোট ৩০০ জন 'হাইপ্রোফাইল' অতিথি। ইতিপূর্বে ২০১৬ সালে নিজের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে পারছেন না বলে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে নতুন আইন প্রণয়ন করে জাপানের পার্লামেন্ট।

সম্রাট আকিহিতোর রাজ্যকালের সঙ্গেই শেষ হচ্ছে জাপানের হেইসেই যুগ। জাপানের রাজনীতিতে রাজপরিবারের সক্রিয় ভূমিকা না থাকলেও দেশের আনুষ্ঠানিক প্রধান হলেন সম্রাট। পরবর্তী সম্রাট হবেন অকিহিতোর ছেলে নারুহিতো। এর সঙ্গেই শুরু হচ্ছে জাপানের নতুন রেইওয়া যুগ, যার অর্থ—'অপূর্ব সমন্বয়'। ৫৯ বছরের নারুহিতো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। তিনি ও তাঁর স্ত্রী মাসাকো-র একমাত্র সন্তান, তাঁদের কন্যা আইকো। প্রথানুসারে জাপনের রাজপরিবারে কোন কন্যাসন্তান সিংহাসনের অধিকারি হতে পারেন না। সুতরাং নারুহিতোর পরে সম্রাট হতে পারেন তাঁর ভাই যুবরাজ ফুমিহিতো। তাঁর পরে সিংহাসনে বসার অধিকার রয়েছে একমাত্র তাঁর পুত্র যুবরাজ হিসোহিতোর।

রাজপরিবারের আগল ভেঙে সাধারণ মানুরে সঙ্গে মিশে যাওয়ার রীতি আকিহিতো প্রথম চালু করেন। স্ত্রীকে পাশে নিয়ে মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে সুনামি আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলার ছবি সাধারণ মানুষের কাছে আজও উজ্জ্বল। বিদায়ী ভাষণে দেশবাসীকে ভাল থাকার বার্তা দিয়ে সম্রাট অকিহিতো বলেছেন—'জাপানের মানুষ যে এত বছর ধরে আমাকে এভাবে ভালবেসেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি আর আমার স্ত্রী চাই, এ দেশের এবং গোটা বিশ্বের মানুষ আনন্দে থাকুন, ভাল থাকুন।' বৃষ্টি উপেক্ষা করেই সম্রাটকে বিদায় জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ।

রাজ্যভিষেক হল থাইল্যান্ডের নতুন রাজার

চাকরি রাজবংশের দশম রাজারূপে সিংহাসনে আরোহন করলেন রাজা ভাজিরালঙ্গকর্ণ। বাবার মৃত্যুর পর থেকে গত দু'বছর রাজার দায়িত্ব সমলাচ্ছিলেন তিনি। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে ৪ঠা মে সকালে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সূচনা হয় রাজ্যাভিষেক। তিনদিনের অনুষ্ঠানের শেষে বিজয় মুকুট পরবেন রাজা। ৭.৩ কেজি ওজনে সোনার মুকুটে হীরাখচিত উপরের অংশটি নির্মিত হয়েছে ভারতে। ১৭৮২ সাল থেকে থাইল্যান্ডে চকরি রাজবংশের শাসন চলছে।

ব্যাঙ্ককের গ্রান্ড প্যালেস কমপ্লেক্সের অনুষ্ঠানে প্রথানুসারে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সূত্র পাঠ করে শুভমুহূর্তের সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণরাও। দেশ-বিদেশের অতিথিবর্গের সঙ্গে যোগদান করেন যুবরাজ দীপংকর্ণ-ও বোন উবোলরত্নাও।

সম্প্রতি ভাজিরাজঙ্গকর্ণ বিয়ে করেছেন তাঁর প্রাক্তন দেহরক্ষী সুথিদাকে। সেই সুবাদে এখন থেকে অন্যতম রাণির মর্যাদায় সম্মানিত হলেন তিনিও।

১৯৫০ সালে শেষবার থাইল্যান্ডের মানুষ ভাজিরাজঙ্গকর্ণর বাবা ভূমিবল আদুলাজেদেজের রাজ্যভিষেক দেখেছিলেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ভূমিবলকে দেশের ঐক্যের প্রতীক হিসাবে দেখা হত। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যেও দেশবাসীর কাছে জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। নতুন রাজার অভিষেকের মাধ্যমে থাই মানুষদের মধ্যে "আগামীর স্বপ্নপূরণের প্রত্যাশা পরিলক্ষিত হয়।"

কর্ণফুলী-কোপাই সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ঢাকায় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

বিগত ৩রা মে ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গনে "বুদ্ধবন্দনা" অডিও প্রকাশ এবং বিশিষ্টজনদের সম্মানজ্ঞাপন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানটির মূল উদ্যোক্তা ছিলেন শান্তিনিকেতন আম্বেদকর বুদ্ধিষ্ট ওয়েলফেয়ার মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ বিনয়শ্রী মহাস্থবির এবং বিশিষ্ট স্থপতি শ্রী কামনাশীষ বড়ুয়া (বিপ্লব)। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উক্ত বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্মমিত্র মহাস্থবির, বাংলাদেশ বুদ্ধিষ্ঠ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ সুমন প্রিয় ভিক্ষু, সভাপতি শ্রী নেত্রসেন বড়ুয়া, একুশে পদকপ্রাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (ড.) সুকমল বড়ুয়া, বিশিষ্ট সাংবাদিক নজরুল ইসলাম (সাজিভাই), নাট্যকার শ্রী অশোক বড়ুয়া, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সহ-সভাপতি শ্রী প্রমোথ বড়ুয়া, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির সহ-সভাপতি শ্রী নৃপতি রঞ্জন বড়ুয়া, বাংলাদেশ বুদ্ধিষ্ঠ ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রী দিব্যেন্দু বিকাশ বড়ুয়া, প্রকৌশলী শ্রী সাথী প্রিয়া বড়ুয়া, শ্রী আনন্দমিত্র বড়ুয়া প্রমুখ। সভায় বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয় সংগীত শিল্পী সুমি আখতার এবং ইমন রাগাকে। কোলকাতায় বীথি-বিতান নাট্যসংস্থা পরিবেশিত করেন শ্রুতি নাটক" সুজাতা ও যশোধারা"। ভারত বাংলার বহু সংগীত শিল্পী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। সভার শেষে শ্রী স্মরণ বিকাশ বড়ুয়া সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রিসো কোসি-কাই আয়োজিত ১০ম পারিবারিক শিক্ষার কর্মশালা

আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জাপানী গৃহী বৌদ্ধদের সংস্থা Rissho Kosei-Kai-এর কলকাতা শাখার উদ্যোগে মৌলালি যুবকেন্দ্রে বিগত ১৪ই এপ্রিল ২০১৯ আয়োজিত হল ১০ম পারিবারিক শিক্ষার কর্মশালা। 'How to raise our children as empathetic human being in the competitive world'' শীর্ষক আলোচনার মুখ্যবক্তা ছিলেন Ms. Masumi Aoki, Instrctor, Tokyo Research Institute for Family Education. এ ব্যতীত উপস্থিত ছিলেন সংস্থার আধিকারিক Ms. Eriko Kanao এবং শ্রী সুমন বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করেন শ্রীমতি সেঁজুতি বড়ুয়া। প্রায় পঞ্চাশজন ব্যক্তি কর্মীশালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রয়াত প্রবীনতম ঃ মারা গেলেন বিশ্বের প্রবীনতম মানুষ। ১১৩ বছর বয়সে বিগত ২০শে জানুয়ারী জাপানের আশারোর বাসিন্দা মাসাজো নোনাকার। নিজের বাড়িতে ঘুমের মধ্যেই মারা যান তিনি। ২০১৮ সালের এপ্রিল 'গিনেস বুক অব ওয়াল্ড রেকর্ডস' এ নাম উঠেছিল মাসাজোর। তাঁর নাতনি সংবাদ মাধ্যমেক জানিয়েছেন, তেমন কোন শারিরিক অসুস্থতা ছিল না এই প্রবীন মানুষটির।

ফেডারেশন বার্তার কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী আশীষ বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, **প্রকাশক**—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, **সাধারণ সম্পাদক**—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

সংবাদ একনজরে

● **মায়ানমারের রাখাইন থেকে বাংলাদেশে বৌদ্ধ শরণার্থীর আগমন :** ঢাকা ৭ই ফেব্রুয়ারি, গত দুই দিন যাবৎ ১৫০ বৌদ্ধ শরণার্থী রাখাইন প্রদেশ থেকে বাংলাদেশে আসার পরে মায়ানমার সীমান্ত সিল করে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী এ.কে. আব্দুল মোমেন বলেন—'মনে হচ্ছে, সংখ্যালঘু মুসলিমদের পরে এবার হিন্দু ও বৌদ্ধদের উচ্ছেদ করতে নেমেছে সেই দেশের সেনা প্রশাসন। এটা জাতীগত নির্মূলিকরনের আদর্শ উদাহরণ।' এই মুহূর্তে ৭ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী কক্সবাজার ও টেকনাফের কয়েকটি শিবিরে রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ধারণা করছে বৌদ্ধ, মুসলিম, শরণার্থীদের মধ্যে সংঘাত বেধে আইনশৃঙ্খলা হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। এ জন্যই সীমান্ত সীল করা হয়েছে। এর আগে প্রায় ৫০০ হিন্দু শরণার্থীকে অন্য জায়গায় শিবির গড়ে রাখা হয়েছে। তাঁরা অভিযোগ করেন, রোহিঙ্গী জঙ্গি সংগঠন আরসা বাড়িঘর পুরিয়ে তাঁরেদ উচ্ছেদ করেছে।

● **আম্বেদকরের মূর্তি ভাঙা, উত্তেজনা :** বিগত ৩১শে জানুয়ারি, উত্তর প্রদেশের আজমগড়ের মাহুল শহরে বি.আর আম্বেদকরের একটি মূর্তির একাংশ ভেঙে দিয়েছে দুস্কৃতিরা। আম্বেদকরের মূর্তিটিকে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় দেখার পর স্থানীয় জনগণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং পাথর ছুড়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। সেই সঙ্গে রাস্তাও অবরোধ করা হয়।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় এদিন সকালেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ বাহিনী। পুলিশের পক্ষ থেকে প্রতিবাদী জনগণকে বলা হয় যে মূর্তিভাঙার সঙ্গে যারা জড়িত সেই সব দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আজমগড়ের পুলিশ সুপার বাবলুকুমার আরও বলেন—আম্বেদকরের ওই ভাঙা মূর্তিটির স্থলে নতুন আর একটি মূর্তি বসানো হবে প্রশাসনের তরফ থেকে। এই কথা ঘোষণা করার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

● **বাবা সাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন :** বিগত ১৪ই এপ্রিল ২০১৯ দেশজুড়ে মহাসমারোহে পালিত হল ভারতের সংবিধান রচয়িতা তথা অসংখ্য নিপীড়ত-অবহেলিত মানুষের মুক্তির দিশারী বাবাসাহেব ড. বি.আর. আম্বেদকরের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে ২০শে জুলাই সন্ধ্যায় All India Federation of Bengali Budhists-এর ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হল একটি আলোচনা সভা। এই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রখেন শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির, মহারাষ্ট্র থেকে আগত মাননীয় ভিক্ষু, ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া প্রমুখ। সভায় সভাপিতত্ব করেন ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়।

● **অগ্নিদগ্ধ দালাই লামার পারিবারিক নুডলস কারখানা : শিলিগুড়ি:** দালাই লামার দাদা গিয়ালো থন্ডুপের তৈরি কালিম্পংয়ের বিখ্যাত 'নুডলস ফ্যক্টরি' পুড়ে গেল সম্প্রতি। দমকলের অনুমান শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘন্টা তিনেকর চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কারখানার গুদাম ঘরও ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। কারখানা লাগোয়া বাড়িতেই থাকেন গিয়ালো। তাঁর বাড়ির ক্ষতি হয়নি। এই কারখানা কীভাবে করেছেন, তাঁর কাহিনি রয়েছে গিয়ালোর 'দ্য নুডল মেকার অব কালিম্পং' বইটিতে। তিনি বলেন, "ফের যাতে কারখানা চালু করা যায়, তার চেষ্টা করব।"

উড়িষ্যায় দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন দালাই লামা

ফনী ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত উড়িষ্যায় দুর্গত মানুষজনদের সাহায্য করার জন্য মহামান্য বৌদ্ধ ধর্মগুরু দালাই লামা উড়িষ্যা সরকারের কাছে দশলক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করলেন। এক পত্রের মাধ্যমে দালাই লামা উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ারী নবীন পট্টনায়ককে জানিয়েছেন যে তিনি এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আক্রান্ত মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছেন এবং তাদের অন্ন-বস্ত্র বাসস্থানের জন্য এই দশলক্ষ টাকা প্রদান করলেন। একই সঙ্গে তিনি পরিস্থিতি মোকাবিলায় উড়িষ্যা সরকারের উদ্যোগকে ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং অতি সত্বর এই রাজ্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে আশা রাখেন।

বুদ্ধ পূর্ণিমায় "ধর্ম ঠাকুরের" পূজো

বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন বুদ্ধ জয়ন্তী বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। সেই সঙ্গে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মহা ধূমধাম করে ধর্মঠাকুরেরও পূজো হচ্ছে। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ প্রমুখ ঐতিহাসিক, গবেষকরা অকট্য যুক্তি ও প্রমাণ সহ বলে গেছেন— "ধর্মঠাকুর হল বুদ্ধের বিবর্তিত রূপ।" সেন আমলে বাহ্মন্য বাদীরা এবং ইসলাম পিরিয়ডে মুসলমানরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বুদ্ধিষ্টদের ওপর অত্যাচার করে এবং বুদ্ধ মূর্তি ধ্বংস করে। ব্রাহ্মণরা বুদ্ধিষ্টদের অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য করে। সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাংলার ভূমিপুত্ররা বুদ্ধের আদলে মূর্তি গড়ে ধর্মঠাকুর নাম দিয়ে পূজো শুরু করে। সেই ট্রাডিশান আজও চলে আসছে। প্রামাণ্য নজির হিসাবে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে সীতাকুন্ড গ্রামে। কিংবা দক্ষিন বারাসতে নেমে মরিশ্বর গ্রামে গেলে দেখতে পাবেন প্রায় ৩০০ বছর ধরে ধর্মঠাকুরের পুজো করে আসছেন তপসিলি জাতীর মানুষেরা। দুটি থানে বংশপরম্পরায় পৌরহিত্য করে আসছেন ধোপা জাতির মানুষ। কোনো ব্রাহ্মন নয়। পরবর্তী সময়ে ধূর্ত ব্রাহ্মণরা অনেক জায়গায় এই ধর্ম ঠাকুরের থান দখল করেছে। পোন্ড্র পিতা মহাত্মা রাইচরণ সারদার তার আত্মজীবনী গ্রন্থ "দিনের আত্ম কাহিনী বা সত্য পরীক্ষা" তে তথ্য প্রমাণ সহ বলিষ্ঠ ভাবে জানিয়ে গেছেন—ঐ পুন্ড্ররা অতীতে বুদ্ধিষ্ট ছিল। পরবর্তীতে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু হয়েছে। তাই স্বজাতি সমাজের অতীত ধর্মীয় গৌরব স্মরণ করে আসুন সবাই বুদ্ধ বন্দনায় রত হই। তার মত-পথ অনুসরণ করি।

প্রতিবেদক—পার্থ সারথী মন্ডল

মাতৃদেবী শ্রীমতি দীপিকা বড়ুয়ার সুস্থ
দীর্ঘনিরোগ জীবনের কামনায়
ফেডারেশন বার্তার
এই সংখ্যার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেছেন—

পুত্র ঃ শ্রী সুপ্রিয় বড়ুয়া

৫০টি/১এ, পন্ডিত ধর্মাধার সরণী

কোলকাতা-৭০০ ০১৫

শুভেচ্ছা দান ঃ ২ টাকা

সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষে ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী হইতে প্রকাশিত ও নিউ গীতা প্রিন্টার্স, কোলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত